গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সামুদ্রিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট

ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ.....১৪৩০ বঙ্গাব্দ/....., ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

এস.আর.ও. নং .....আইন/২০২৪।— সরকার, Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI of 1974) এর section 35-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল:-

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**— (১) এই বিধিমালা অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও সামুদ্রিক অঞ্চল বিধিমালা, ২০২৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**— (১) বিষয় অথবা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "আইন" অর্থ Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 (Act No. XXVI of 1974);

(খ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ International Seabed Authority;

(গ) "কনভেনশন" অর্থ United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982;

(ঘ) "গভীর সমুদ্র" অর্থ আইনের ধারা ৭গ এর উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত গভীর সমুদ্র;

(ঙ) "নিরপরাধ অতিক্রমণ (innocent passage) অর্থ আইনের ধারা ৩ক এর ব্যাখ্যার দফা (ক)-তে সংজ্ঞায়িত নিরপরাধ অতিক্রমণ;

(চ) "পাইপলাইন" অর্থ পানি, তৈল ও গ্যাস এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি সরবরাহকারী পাইপলাইন;

(ছ) "বর্জ্য" অর্থ এইরূপ কোনো যান, যেমন- সমুদ্রযান, প্রমোদযান, মৎস্যশিকারযান, সকল ধরনের যান এবং সমদ্র তীরবর্তী স্থাপনা, মৎস্যশিকারের সিনথেটিক জাল, দড়ি, প্ল্যাস্টিক ব্যাগ, ডোনাস, মোড়কীকরণ বস্তু, কাগজের তৈরি যে-কোনো বস্তু, বোতল ও অন্যান্য ক্রোকারি সামগ্রী হইতে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত বস্তু, যাহা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য, সমুদ্রের জীবন্ত অন্যান্য প্রাণী ও সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য ক্ষতিকর এবং সামুদ্রিক সুবিধা ধ্বংসের জন্য ও অন্যান্য বৈধ ক্ষেত্রে সমুদ্র ব্যবহারে বাধা সৃষ্টির জন্য দায়ী;

(জ) "বেজলাইন (baseline)" অর্থ বিধি ৩-এ উল্লিখিত বেজলাইন;

(ঝ) "ব্যক্তি" অর্থ যে কোনো প্রাকৃতিক সত্তাবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং ইহাতে কোনো কোম্পানি, ফার্ম, সমিতি, সংঘ, ব্যক্তি সমষ্টি, নিমগমিত হইত বা না হউক, অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঞ) "মহা অঞ্চল" অর্থ আইনের ধারা ৭ঘ এর উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত মহা অঞ্চল;

(ট) "মহীসোপান" অর্থ আইনের ধারা ৭ এর উপ-ধারা (১) ও (২)-এ উল্লিখিত মহীসোপান;

(ঠ) "সাবমেরিন কেব্‌ল ও পাইপলাইন" অর্থ যোগাযোগ কেব্‌ল যাহাতে টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, এবং হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুৎ কেব্‌ল, টেলিযোগাযোগ কেব্‌ল, বিশেষত নূতন ফাইবার-অপটিক কেব্‌ল, যাহা আধুনিক ইন্টারনেট যোগাযোগের জন্য অত্যাবশ্যকীয়, প্রদর্শন হইবে;

(ড) "রাষ্ট্রীয় জলসীমা" অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিতরাষ্ট্রীয় জলসীমা;

(ঢ) "লাইসেন্স" অর্থ বিধি ৯ এর অধীন একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণের জন্য প্রদত্ত লাইসেন্স;

(ণ) "লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ" অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত লাইসেন্সিং কর্তৃপক্ষ;

(ত) "সন্নিহিত অঞ্চল" অর্থ আইনের ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১)-এ বর্ণিত সন্নিহিত অঞ্চল; এবং

(থ) "স্থাপনা" অর্থ স্থায়ীভাবে নোঙরকৃত জাহাজ, যোগাযোগ কেব্‌ল, তৈল পাইপলাইন, সামরিক নজরদারি স্থাপনা, জাহাজে অথবা জাহাজ হইতে কোনো বস্তু স্থানান্তরের কার্যে ব্যবহৃত পাইপলাইন, গবেষণা, অনুসন্ধান অথবা উৎপাদনের ক্ষেত্র অথবা বাংলাদেশের উপকূলের চতুষ্পার্শ্বে কোনো খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান অথবা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত প্ল্যাটফর্ম, কোনো খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান অথবা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাহাজ, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন ২০০১ এর ধারা ২ এর দফা (১২)-এ সংজ্ঞায়িত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি, সমুদ্রের তলদেশে খনিজ অনুসন্ধান ও আহরণে ব্যবহৃত ইক্যুইপমেন্ট অথবা যন্ত্রপাতির জাহাজ, সামুদ্রিক অঞ্চলভুক্ত যে-কোনো স্থায়ী অথবা অস্থায়ী স্থাপনা যাহা প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যে ব্যবহৃত হইতেছে অথবা ব্যবহৃত হইবে।

(২) এই বিধিমালায় ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইন এবং কনভেনশনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

৩। **রাষ্ট্রীয় জলসীমা বেজলাইন (Territorial Sea Baseline)**।— (১) আইনের ধারা ২গ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, রাষ্ট্রীয় জলসীমা বেজলাইন নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমুদ্রাভিমুখে রাষ্ট্রীয় জলসীমার পরিধি পরিমাপের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বেইজপয়েন্ট দ্বারা সংযুক্ত জিওডেটিক সরলরেখা (geodesics) অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:—

(ক) বেইজপয়েন্ট-১: ল্যান্ড বাউন্ডারি টার্মিনাস (LBT) (২১°–৩৮′–৪০.২″ উত্তর, ৮৯° -০৯′-২০.০″ পূর্ব);

(খ) বেইজপয়েন্ট-২: পুটনি দ্বীপ (২১°–৩৬′–৩৯.২″ উত্তর, ৮৯°-২২′-১৪.০″ পূর্ব);

(গ) বেইজপয়েন্ট-৩ দক্ষিণ ভাষাণ চর (২১°–৩৮′–১৬.০″ উত্তর, ৯০°-৪৭′-১৬.৫″ পূর্ব);

(ঘ) বেইজপয়েন্ট-৪ কক্সবাজার (২১°-২৫′-৫১.০″ উত্তর, ৯১°-৫৭′-৪২.০″ পূর্ব);

(ঙ) বেইজপয়েন্ট-৪ হইতে কক্সবাজারের (২১°-২৫′-৫১.০″ উত্তর, ৯১°-৫৭′-৪২.০″ পূর্ব) দক্ষিণে রাষ্ট্রীয় জলসীমা টেকনাফ পয়েন্ট এবং সেন্টমার্টিন দ্বীপের সর্বদক্ষিণ উপকূল (ছেড়াদ্বীপ) পর্যন্ত ভাটার শেষ অবস্থান সীমারেখা (low-water line) যাহা বাংলাদেশ নৌবাহিনীর হাইড্রোগ্রাফি পরিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বৃহৎ আকৃতির মানচিত্রে দেখানো হইয়াছে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-বিধি (১)-এ বর্ণিত বেইজলাইন পরিবর্তন করিতে পারিবে।

৪। **রাষ্ট্রীয় জলসীমায় নিরপরাধ অতিক্রমণ সংক্রান্ত বিধানাবলি**।— (১) রাষ্ট্রীয় জলসীমায় নিরপরাধ অতিক্রমণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধিবিধান অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) নিরপরাধ অতিক্রমণের সময় জাহাজকে ধারাবাহিক ও দ্রুত হইতে হইবে;

(খ) বাংলাদেশের শান্তি, শৃঙ্খলা অথবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হইতে পারিবে না;

(গ) কেবল সাধারণ নৌচলাচলে অসুবিধা অথবা দৈবদুর্বিপাক অথবা বিপদগ্রস্ত অথবা দুর্ঘটনায় পতিত হইলে যাত্রা বিরতি এবং নোঙর করা যাইবে;

(ঘ) বিপদগ্রস্ত কোনো ব্যক্তি, জাহাজ অথবা আকাশযানের সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে; এবং

(ঙ) বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট আইন, যেকোনো আদেশ, নির্দেশনা, লাইসেন্স অথবা নিরপরাধ অতিক্রমণ সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো কর্তৃত্ব মানিয়া চলিতে হইবে।

(২) সরকারকে পূর্ব-নোটিশ প্রদান করিয়া সাবমেরিন এবং অন্য যেকোনো ধরনের ডুবো-যুদ্ধজাহাজসহ বিদেশি কোনো যুদ্ধজাহাজ বা বিমান রাষ্ট্রীয় জলসীমায় প্রবেশ অথবা উহা অতিক্রম করিতে পারিবে।

(৩) যেকোনো ধরনের যুদ্ধজাহাজের শুভেচ্ছা সফর বা যৌথ-মহড়ার ক্ষেত্রে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) সাবমেরিন, কোনো ডুবোজাহাজ অথবা যুদ্ধে ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো ধরনের ডুবোজাহাজ ভিন্ন অন্য কোনো ধরনের জাহাজ, যেমন- Remotely Operated Underwater Vehicle (ROV), Autonomous Underwater Vehicle (AUV) and Unmanned Underwater Vehicle (UUV), ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় জলসীমা দিয়া নিরপরাধ অতিক্রমণ অধিকারে চলাচলকালীন রাষ্ট্রীয় পতাকা প্রদর্শন করিয়া সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়া চলাচল করিবে।

(৫) রাষ্ট্রীয় জলসীমা অথবা অভ্যন্তরীণ জলসীমায় জাহাজ হইতে জাহাজে জ্বালানি ও পণ্য হস্তান্তর করিতে হইলে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সম্পদ সংরক্ষণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং নৌচলাচল নিরাপত্তার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিদেশি জাহাজের নিরপরাধ অতিক্রমণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারিবে, এবং প্রয়োজনে, রাষ্ট্রীয় জলসীমা দিয়া সকল ধরনের জাহাজের নিরপরাধ অতিক্রমণের সুবিধা আংশিক অথবা সম্পূর্ণরূপে রদ করিতে পারিবে।

৫। **অ-নিরপরাধ অতিক্রমণ বলিয়া গণ্য কর্মকান্ড।**— (১) বিদেশি কোনো জাহাজের অ-নিরপরাধ অতিক্রমণ রাষ্ট্রীয় জলসীমায় উহার কর্মকান্ডের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে, এবং পণ্য, সমরাস্ত্র, চালন-ব্যবস্থা মাধ্যম, পতাকা রাষ্ট্র এবং গন্তব্যস্থল বিবেচনায় নিরাপদ অতিক্রমণ সীমিত করা যাইবে না।

(২) বিদেশি কোনো জাহাজ রাষ্ট্রীয় জলসীমা দিয়া চলাকালীন নিম্নরূপ কোনো কর্মকান্ড করিলে উহা নিরপরাধ অতিক্রমণ মর্মে গণ্য হইবে না, যথা:—

(ক) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখন্ডতা অথবা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কোনো ধরনের হুমকি অথবা বলপ্রয়োগ অথবা জাতিসংঘ সনদে বিবৃত আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবিধান লঙ্ঘনমূলক কোনো ধরনের কর্মকান্ড;

(খ) কোনো ধরনের সমরাস্ত্র দ্বারা সশস্ত্র মহড়া অথবা অনুশীলন;

(গ) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা অথবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনো তথ্য সংগ্রহসংক্রান্ত কর্মকান্ড;

(ঘ) বাংলাদেশের প্রতিরক্ষ অথবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ যেকোনো অপপ্রচারণামূলক কর্মকান্ড;

(ঙ) জাহাজ হইতে যেকোনো ধরনের বিমান উৎক্ষেপণ, অবতরণ;

(চ) জাহাজ হইতে য-কোনো ধরনের সামরিক যন্ত্রপাতি উৎক্ষেপণ অথবা অবতরণ;

(ছ) শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন অথবা স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত বিধি-বিধানের পরিপন্থি কোনো দ্রব্য, মুদ্রা অথবা ব্যক্তি বোঝাই অথবা খালাস করা;

(জ) কনভেনশন ও বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এর বিধিবিধান লঙ্ঘনকারী যেকোনো ধরনের ইচ্ছাকৃত দূষণ কর্মকান্ড;

(ঝ) যেকোনো ধরনের মৎস্য আহরণ কর্মকান্ড;

(ঞ) গবেষণা অথবা জরিপ কার্য পরিচালনাসংক্রান্ত কর্মকান্ড;

(প) বাংলাদেশের যেকোনো যোগাযোগ ব্যবস্থা অথবা অন্যান্য যে-কোনো সুবিধা অথবা স্থাপনায় বিঘ্ন সৃষ্টিকারী যেকোনো ধরনের কর্মকান্ড; বা

(ফ) নৌচলাচলের সহিত প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত নহে এইরূপ কোনো কর্মকান্ড।

৬। **অভ্যন্তরীণ জলসীমা বা রাষ্ট্রীয় জলসীমায় পারমাণবিক বা অন্য কোনো ধরনের ক্ষতিকারক বর্জ্যবাহী বিদেশি জাহাজ।**— (১) সরকারের লিখিত পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে অভ্যন্তরীণ জলসীমা বা রাষ্ট্রীয় জলসীমায় বিদেশি কোনো জাহাজের মাস্টার পারমাণবিক অথবা অন্য কোনো ধরনের সহজাতরূপে বিপজ্জনক অথবা অস্বাস্থ্যকর পদার্থ, ক্ষতিকর পদার্থ এবং ক্ষতিকর বর্জ্য মজুত, পরিবহণ, বা ক্ষেত্রমত, নিক্ষেপ করিতে পারিবে না।

(২) নিরপরাধ অতিক্রমণ অধিকারে পারমাণবিক শক্তিচালিত কোনো বিদেশি যুদ্ধজাহাজ অথবা পারমাণবিক অস্ত্রবাহী অথবা অন্য কোনো ধরনের সহজাতরূপে বিপজ্জনক অথবা অস্বাস্থ্যকর পদার্থবাহী বিদেশি কোনো যুদ্ধজাহাজ রাষ্ট্রীয় জলসীমা দিয়া চলাচলকালীন, জাহাজ ও পদার্থসম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি বহন করিবে এবং এইরূপ পদার্থবাহী জাহাজের জন্য International Atomic Energy Agency (IAEA) কর্তৃক ঘোষিত বলবৎ প্রযোজ্য সতর্কতামূলক বিধান মানিয়া চলিতে হইবে।

(৩) তেজস্ক্রিয় পদার্থবাহী বিদেশি কোনো জাহাজ তাহার গমনেচ্ছু অতিক্রমণ এবং সম্ভাব্য জলপথের বিষয়ে সরকারকে পূর্বেই অবহিত না করিয়া সুনির্দিষ্ট বিধিবিধান প্রতিপালন ব্যতিরেকে অভ্যন্তরীণ জলসীমা ও রাষ্ট্রীয় জলসীমার মধ্য দিয়া চলাচল করিতে পারিবে না।

৭। **সি-লেন এবং ট্রাফিক পৃথকীকরণ স্কিম।**— (১) নৌচলাচল নিরপাত্তার স্বার্থে সরকার আদেশ জারির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ জলসীমা এবং রাষ্ট্রীয় জলসীমায় নৌচলাচল নিয়ন্ত্রণের জন্য সি-লেন এবং ট্রাফিক পৃথকীকরণ স্কিম নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নির্ধারিত সি-লেন এবং ট্রাফিক পৃথকীকরণ স্কিম অনুসরণ করিয়া বিদেশি জাহাজ চলাচল করিতে পারিবে।

(৩) ট্যাঙ্কার, পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ এবং পারমাণবিক অথবা অন্য কোনো ধরনের সহজাতরূপে বিপজ্জনক অথবা অস্বাস্থ্যকর পদার্থবাহী জাহাজ চলাচল উক্তরূপ নির্ধারিত সি-লেনে সীমাবদ্ধ রাখিতে হইবে।

(৪) সরকার এইরূপ সি-লেন এবং ট্রাফিক পৃথকীকরণ স্কিম চার্টে সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিবে।

৮। **সন্নিহিত অঞ্চলে জাহাজ প্রবেশে বাধা-নিষেধ।**— (১) সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থানরত কোনো জাহাজ শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন অথবা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আইন অথবা বিধিবিধান লঙ্ঘন করিয়াছে অথবা লঙ্ঘন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে এইরূপ বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ থাকিলে, আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতাসাপেক্ষে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উক্ত জাহাজকে রাষ্ট্রীয় জলসীমাসহ বাংলাদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) বাংলাদেশ নৌবাহিনী বা বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত, কোনো গেজেটেড কর্মকর্তার যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ থাকে যে, সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থানরত কোনো জাহাজ শুল্ক, রাজস্ব, ইমিগ্রেশন অথবা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিধিবিধান লঙ্ঘন করিয়াছে অথবা লঙ্ঘন করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত জাহাজ আটক, উহাতে প্রবেশ ও তল্লাশি অথবা জব্দ করিতে পারিবেন, এবং নিকটস্থ এখতিযারসম্পন্ন মেরিটাইম ট্রাইব্যুনালকে যতদ্রুত সম্ভব অবহিত করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমোদন ব্যতীত, সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থানরত বাংলাদেশের বাহিরে নিবন্ধিত কোনো জাহাজ গ্রেফতার করা যাইবে না।

৯। **একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণের জন্য লাইসেন্স।**— (১) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মৎস্য আহরণে জাহাজ পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে লাইসেন্সের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট তদ্‌কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তি পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যদি সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনকারী আইন ও বিধিমালার বিধিবিধান প্রতিপালন করিয়াছেন এবং তিনি মাছ ধরিবার জাহাজ পরিচালনা করিতে সক্ষম, তাহা হইলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীকে, লাইসেন্স ফি এবং নিরাপত্তা জামানত গ্রহণপূর্বক, লাইসেন্স ইস্যু করিবে।

(৩) যদি একজন ব্যক্তি একাধিক মাছ ধরিবার জাহাজ পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিটি মাছ ধরিবার জাহাজ পরিচালনার জন্য পৃথক লাইসেন্স গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারীকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরীক্ষার জন্য নিম্নবর্ণিত সরঞ্জামাদি এবং দলিলাদি উপস্থাপন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) জাহাজ এবং উহাতে থাকা সরঞ্জামাদি;

(খ) মাছ অনুসন্ধান, চলাচল রাস্তা এবং যোগাযোগের জন্য ইলেকট্রনিক এবং বেতার সরঞ্জামাদি;

(গ) অটোমেটিক আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম (এআইএস), জিএসএম (GSM);

(ঘ) জাহাজের নিবন্ধন সনদের সত্যায়িত অনুলিপি;

(ঙ) জাহাজের মালিকানা সংক্রান্ত তথ্যাদি;

(চ) মাছ ধরিবার গিয়ারের (fishing gear) সংখ্যা এবং ধরন; এবং

(ছ) সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য ও দলিলাদি।

১০। **মৎস্য আহরণের জন্য জাহাজের নিবন্ধন**।— (১) কোনো ব্যক্তি মৎস্য আহরণের কোনো জাহাজ পরিচালনা করিতে পারিবেন না, যদিনা-

(ক) জাহাজটি সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত হয়; এবং

(খ) পাঠযোগ্য ও দর্শনীয়ভাবে উহার নিবন্ধন নম্বর ও নাম প্রদর্শন করা হয়।

(২) মাছ ধরিবার জাহাজের শ্রেণি এবং উহার নিবন্ধন পদ্ধতি এবং মাছ ধরিবার গিয়ারের নিবন্ধন পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১১। **একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে ও মহীসোপানে সাবমেরিন কেব্‌ল ও পাইপলাইন স্থাপন**।— (১) সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানে কোনো রাষ্ট্র কোনো ধরনের সাবমেরিন কেব্‌ল ও পাইপলাইন স্থাপন করিতে পারিবে না।

(২) কেব্‌ল ও পাইপলাইনের গতিপথ স্থাপনে বিদ্যমান অবকাঠামো, অন্যান্য সমুদ্র ব্যবহারকারীদের স্বার্থ এবং পরিবেশগত প্রভাব বিষয়সমূহ বিবেচনা করিতে হইবে।

(৩) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানে সাবমেরিন কেব্‌ল ও পাইপলাইন স্থাপন ও পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক রাষ্ট্রকে, নিম্নরূপ শর্তাবলি সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) মহীসোপানে প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ এবং পাইপলাইন হইতে সৃষ্ট দূষণ হ্রাসকরণ ও নিয়ন্ত্রণে যৌক্তিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশের অধিকারকে ক্ষুণ্ন করা যাইবে না এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের কেব্‌ল স্থাপন বা সংরক্ষণে কোনো বাধা প্রদান করা যাইবে না;

(খ) বাংলাদেশের মহীসোপানে সরকার অধিকার প্রয়োগে অন্য কোনো রাষ্ট্রের মহীসোপানে কেব্‌ল স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উহাদের অধিকার খর্ব করা যাইবে না অথবা উহাতে কোনো অযৌক্তিক হস্তক্ষেপ করা যাইবে না;

(গ) মহীসোপানে পাইপলাইনের (কেব্‌ল ব্যতীত) গতিপথ (course) নির্ধারণ (delineation) করিতে সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে;

(ঘ) সরকার উহার ভূখণ্ড অথবা রাষ্ট্রীয় জলসীমায় প্রবেশকারী কেব্‌ল অথবা পাইপলাইন-সম্পর্কিত শর্তাদি আরোপ করিবার অধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান অথবা আহরণে নির্মিত অথবা ব্যবহৃত কেব্‌ল অথবা পাইপলাইন অথবা কৃত্রিম দ্বীপ, স্থাপনা ও অবকাঠামো পরিচালনায় উহার এখতিয়ার বজায়ের অধিকার সংক্ষণ করিবে; এবং

(ঙ) বিদ্যমান কেব্‌লগুলো নূতন কেব্‌ল স্থাপনকালে যে-কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ হইতে সুরক্ষিত থাকিবে এবং সকল রাষ্ট্রকে বিদ্যমান কেব্‌লের যথোপযুক্ত যত্নশীল হইতে হইবে

এবং বিদ্যমান কেব্‌ল মেরামতের সুবিধা যাহাতে নষ্ট না হয় সেইদিকে বিশেষ যত্নশীল হইতে হইবে।

(৪) সাবমেরিন কেব্‌ল অথবা পাইপলাইন বিচ্ছিন্নকরণ অথবা ক্ষতিগ্রস্ত করা বিষয়ে এবং কেব্‌ল অথবা পাইপলাইনের ক্ষয়ক্ষতি এড়াইবার প্রচেষ্টাকারী কোনো জাহাজকে এইরূপ ক্ষতিসাধনের দায় হইতে মুক্তি প্রদান করিবে এবং এই বিবেচনায় রাষ্ট্রীয় জলসীমার বহিঃসীমার বাহিরের সকল সমুদ্রাঞ্চলে কেব্‌ল ও পাইপলাইন-সংশ্লিষ্ট নৌচলাচল এবং কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও এই বিধিমালার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৫) পতাকাবাহী কোনো জাহাজ অথবা কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে অথবা ইচ্ছাকৃত অবহেলায় টেলিগ্রাফিক অথবা টেলিফোন যোগাযোগ ব্যাহত করা অথবা বিঘ্ন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে গভীর সমুদ্রের নিম্নে অবস্থিত সাবমেরিন কেব্‌ল বিচ্ছিন্নকরণ অথবা ক্ষতিসাধন, এবং একইভাবে সাবমেরিন পাইপলাইন অথবা হাই-ভোল্টেজ বিদ্যুৎ কেব্‌ল বিচ্ছিন্নকরণ অথবা ক্ষতিসাধন অবধারিত এবং ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা জানিয়াও এইরূপ কর্মকাণ্ড করিলে তাহা সকল রাষ্ট্র কর্তৃক শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে গণ্য করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রাণ রক্ষা অথবা জাহাজ রক্ষার আইনগত লক্ষ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ যাহারা এইরূপ বিচ্ছিন্নকরণ অথবা ক্ষতিসাধন এড়াইবার সর্বান্তকরণ প্রচেষ্টা চালিয়েছে তাহাদের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না।

(৬) গভীর সমুদ্রের নিম্নে অবস্থিত সাবমেরিন কেব্‌ল অথবা পাইপলাইন স্থাপন অথবা মেরামতকালে পূর্বে স্থাপিত অন্য কাহারও মালিকানাধীন কেব্‌ল অথবা পাইপলাইন বিচ্ছিন্ন করিলে অথবা উহার ক্ষতিসাধন করিলে উহার মেরামত সংক্রান্ত ব্যয় সংশ্লিষ্ট মালিককে বহন করিতে হইবে।

(৭) সাবমেরিন কেব্‌লের ক্ষয়ক্ষতি এড়াইবার লক্ষ্যে আটকে যাওয়া নোঙর অথবা ফিশিং গিয়ার (fishing gear) উত্তোলন করা না হইলে অথবা কাটিয়া দেওয়া হইলে সেইসকল জাহাজকে দায়মুক্তি প্রদান করা যাইবে।

(৮) কেব্‌ল স্থাপনকারী জাহাজের জন্য Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972 (COLREGS)-এ বর্ণিত সুরক্ষা প্রদান করা যাইবে।

১২। **একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামরিক ও অন্যান্য কার্য।**— (১) কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশের সম্পদ ও অন্যান্য অধিকার এবং অন্য রাষ্ট্রের অধিকারের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিয়া অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহ একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে সামরিক কর্মকাণ্ড, যেমন- নোঙর করা, অনুশীলন ইত্যাদি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশের ন্যূনতম ২৪ ঘণ্টা পূর্বে ১০০ জিআরটির (GRT) অতিরিক্ত পণ্যবাহী সকল জাহাজ কোনো ক্ষতিকর পণ্য বহন করিতেছে কি না সেই বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা ও প্রতিবেদন প্রদান করিবে।

(৩) সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণে প্রত্যেক উপকূলীয় রাষ্ট্রের এখতিয়ার এবং আন্তর্জাতিক আইনের সহিত সংগতি বিধানসাপেক্ষে সামুদ্রিক পরিবেশদূষণ প্রতিরোধ, হ্রাস ও নিয়ন্ত্রণ করিবার বাধ্যবাধকতা থাকিবে।

১৩। **বিদেশি কোনো মৎস্য জাহাজ গ্রেফতার অথবা আটকের ক্ষেত্রে বিধানাবলি।**— (১) বিদেশি কোনো মৎস্য জাহাজ গ্রেফতার অথবা আটকের ক্ষেত্রে সরকার যথাযথ কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় এই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পতাকা রাষ্ট্রকে অবহিত করিবে।

(২) পতাকা রাষ্ট্র হইতে উপযুক্ত বন্ড অথবা অন্য কোনো ধরনের মুচলেকা প্রাপ্তিসাপেক্ষে অনতিবিলম্বে গ্রেফতারকৃত জাহাজ ও নাবিককে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

১৪। **পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধানাবলি।**— পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও প্রতিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে জাহাজ হইতে জাহাজে হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট ঘটনাসমূহ কার্যকরভাবে তদারকি, নিয়ন্ত্রণ অথবা প্রতিরোধের জন্য এমন পদ্ধতি ব্যবহার করিবে যাহাতে International

Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)-এর নিম্নরূপ বিধানসমূহে কোনো পরিবর্তন আনিতে না হয় যথা:—

(ক) ওয়েল পলিউশ্যন প্রিপেয়ার্ডনেস, রেসপন্স অ্যান্ড কো-অপারেশন (Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation);

(খ) লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ট্র্যাকিং (Long Range Identification and Tracking);

(গ) অ্যাকুয়াটিক ইনভেসিভ স্পেসিস (Aquatic Invasive Species);

(ঘ) জাহাজ হইতে জাহাজে হস্তান্তরসংশ্লিষ্ট বন্দর প্রবেশ শর্তাদি;

(ঙ) বাংলাদেশ হইতে জাহাজ হইতে জাহাজে হস্তান্তর সেবা প্রদানবিষয়ক বিধিবিধান; এবং

(চ) স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যবস্থাসমূহ এবং উপকূলীয় এবং পতাকা রাষ্ট্রের মধ্যকার দ্বিপক্ষীয় চুক্তি।

১৫। **মহীসোপানের বহিঃসীমা (outer limits)**।— (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কনভেনশনের অনুচ্ছেদ ৭৬-এর মহীসোপান সীমানা নির্ধারণসংক্রান্ত নীতি ও পদ্ধতির আলোকে, নিম্নবর্ণিতভাবে, মহীসোপানের বহিঃসীমা নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা:—

(ক) সর্ববহিঃস্থ স্থির বিন্দুসমূহ পর্যন্ত যাহার প্রতিবিন্দুতে পাললিক শিলার (sedimentary rocks) পুরুত্ব মহীসোপান ঢালের (continental slope) পাদদেশের বিন্দু হইতে ন্যূনতম নিকটতম দূরত্বের ১% (এক শতাংশ) হইবে;

(খ) উক্তরূপে অঙ্কিত সমুদ্রের তলদেশে মহীসোপানের বহিঃসীমা যাহা ২৫০০ (দুই হাজার পাঁচশত) মিটার আইসোব্যাথ (isobath) হইতে অনধিক ১০০ (একশত) নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে; এবং

(গ) দফা (ক)-এ উল্লিখিত মহীসোপান ঢালের পাদদেশ উহার ভিত্তিভূমির (base) নতিমাত্রায় (gradient) সর্বোচ্চ পরিবর্তনের মাত্রাহিসাবে নির্ধারিত হইবে এবং মহীসোপানের বহিঃসীমা অনধিক ৬০ (ষাট) নটিক্যাল মাইল দীর্ঘ সরলরেখা কর্তৃক নির্ধারিত হইবে যাহা অক্ষাংশ (latitude) ও দ্রাঘিমাংশের (longitude) কো-অর্ডিনেটস দ্বারা নির্ধারিত স্থির বিন্দুসমূহকে সংযুক্ত করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মহাদেশীয় প্রান্তঃসীমা (continental margin) বাংলাদেশের ভূখন্ডের জলমগ্ন বর্ধিতাংশ যাহা গভীর সমুদ্রতল (deep ocean floor), মহাসাগরীয় টিলা (oceanic ridges) অথবা উহার অন্তমৃত্তিকা (subsoil)-এর অন্তর্ভুক্তি ব্যতীত সমুদ্রের তলদেশ (seabed) ও অন্তমৃত্তিকা (subsoil), মহীসোপানের ঢাল ও উহার উত্থিতাংশ লইয়া গঠিত হইবে।

১৬। **মহীসোপানে সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ইত্যাদির জন্য অনুমোদন**।— (১) সরকারের অনুমোদন ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি মহীসোপানে সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, খনন, অন্যান্য অবকাঠামো বা যন্ত্রপাতি নির্মাণ বা গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবে না।

(২) মহীসোপানে সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ, খনন, অন্যান্য অবকাঠামো বা যন্ত্রপাতি নির্মাণ বা গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সরকার প্রয়োজনীয় গাইডলাইন তৈরি করিতে পারিবে।

১৭। **গভীর সমুদ্র (High Sea) ব্যবহারের সাধারণ বিধানাবলি**।— (১) গভীর সমুদ্রে বাংলাদেশের নিম্নরূপ অধিকারসমূহ থাকিবে, যথা:—

(ক) নৌচলাচলের স্বাধীনতা;

(খ) বিমান উড্ডয়ন;

(গ) সাবমেরিন কেব্‌ল ও পাইপলাইন স্থাপন;

(ঘ) আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত কৃত্রিম দ্বীপ ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ;

(ঙ) মৎস্য আহরণ; এবং

(চ) বৈজ্ঞানিক গবেষণা।

(২) বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজের প্রশাসনিক, কারিগরি ও অন্যান্য বিষয়াদি, যেমন- জাহাজের রেজিস্টার রক্ষণাবেক্ষণ, জাহাজ নির্মাণ তদারকি, প্রত্যেক জাহাজ ও উহার মাস্টার, কর্মকর্তা ও নাবিকের উপর অভ্যন্তরীণ আইন প্রয়োগ এবং জাহাজের সমুদ্রগমন যোগ্যতা (seaworthiness)-সহ সমুদ্রে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ কার্যকরভাবে উহার এখতিয়ার ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিবে।

১৮। **দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন (Hot Pursuit) সংক্রান্ত বিধানাবলি**।— (১) বাংলাদেশ নৌবাহিনী বা বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর যে-কোনো পদবির কমিশন্ড কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের পেটি অফিসার (পিও), চিফ পেটি অফিসার (সিপিও) এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর এবং তদূর্ধ্ব কর্মকর্তা, শুল্ক, মৎস্য, পরিবেশ, ইমিগ্রেশন অথবা স্বাস্থ্যসংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধান প্রয়োগকারী সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার দ্রুত পশ্চাদ্ধাবনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট কোনো জাহাজ বাংলাদেশের আইন ও বিধিবিধান লঙ্ঘন করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার যৌক্তিক কারণ থাকিলে, তিনি উক্ত জাহাজকে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারিবেন এবং বিদেশি কোনো জাহাজ অথবা উহার কোনো নৌকা যখন বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলসীমা, রাষ্ট্রীয় জলসীমা, সন্নিহিত অঞ্চল, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল অথবা মহীসোপানে অবস্থান করিবে তখন দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে; এবং যদি দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন ব্যাহত না হইয়া থাকে, তবে রাষ্ট্রীয় জলসীমা অথবা সন্নিহিত অঞ্চলের বাহিরেও উহা অব্যাহত রাখা যাইবে।

(২) যদি সাইন জাহাজ (sign ship) সন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থান করে, তবে কেবল সেই অঞ্চলের সুরক্ষার অধিকার লঙ্ঘিত হওয়া সাপেক্ষে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে।

(৩) কোনো জাহাজ তাহার স্বীয় রাষ্ট্র অথবা তৃতীয় কোনো রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় জলসীমায় প্রবেশ করিবার বা পশ্চাদ্ধাবনকারী জাহাজ সাময়িক পশ্চাদ্ধাবন বন্ধ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন সমাপ্ত হইবে।

(৪) কেবল যুদ্ধজাহাজ, সামরিক বিমান অথবা সরকারি সেবায় নিয়োজিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সুস্পষ্টভাবে শনাক্তযোগ্য প্রতীকবাহী জাহাজ অথবা বিমান দ্বারা দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে।

(৫) মহীসোপান স্থাপনার চতুর্পাশের নিরাপত্তা অঞ্চলসহ একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মহীসোপানে প্রয়োগযোগ্য অথবা প্রযোজ্য বাংলাদেশের কোনো আইন ও বিধিবিধান লঙ্ঘিত হইলে, সেইসকল অঞ্চলের জন্য দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে।

(৬) যে জাহাজকে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা হইয়াছে উহা মূল জাহাজ হিসাবে উহার কোনো নৌকা অথবা অন্য কোনো নৌযানের সহিত দলরূপে কর্মকান্ড পরিচালনা করিতেছে অথবা রাষ্ট্রীয় জলসীমার সীমার অভ্যন্তরে, সন্নিহিত অঞ্চল অথবা একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল অথবা মহীসোপানের মধ্যে অবস্থান করিতেছে মর্মে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন প্রয়োগকারী জাহাজের নিকট প্রতীয়মান হইলে, দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে না।

(৭) বিমান দ্বারা দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিবার ক্ষেত্রে বিধি (১) হইতে (৬) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে এবং রাষ্ট্রীয় জলসীমার বাহিরে গ্রেফতার করিবার জন্য বিমানটি অপরাধী অথবা সন্দেহভাজন অপরাধীকে কেবল পর্যবেক্ষণ অপেক্ষা অধিকতর কিছু করিবে এবং প্রথমে বিমানটি সন্দেহভাজন অপরাধীকে থামিবার নির্দেশ প্রদান করিবে এবং সন্দেহভাজন অপরাধী সেই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হইলে এককভাবে অথবা অন্যান্য বিমান অথবা জাহাজের সহিত যৌথভাবে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করা যাইবে।

(৮) দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন দৃশ্যমানরূপে বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে নিরবচ্ছিনভাবে করিতে হইবে এবং কোনো জাহাজকে থামিবার নির্দেশ প্রদানকারী জাহাজ অথবা বিমান উক্ত জাহাজকে, যদি গ্রেফতার করিতে ব্যর্থ হয়, ততক্ষণ তাড়া করা অব্যাহত রাখিবে যতক্ষণ পর্যন্ত দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন অভিযান সমাপ্ত করিবার লক্ষ্যে উক্ত জাহাজ অথবা বিমান কর্তৃক আহ্বানকৃত বাংলাদেশের অথবা উহার অনুমোদিত অন্য কোনো জাহাজ অথবা বিমান তাহার সহিত যোগদান না করিয়া থাকে।

(৯) কোনো জাহাজকে দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আটক ও গ্রেফতার করা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অবিলম্বে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে নিকটস্থ এখতিয়ারসম্পন্ন জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অথবা মেরিন কোর্টের নিকট উপস্থিত করিবেন, এবং আটককৃত জাহাজকে নিকটস্থ অথবা সর্বাধিক সুবিধাজনক বন্দরে স্থানান্তর করিতে হইবে।

১৯। **মহাঅঞ্চলে অনুসন্ধান ও আহরণ পদ্ধতি**।— কনভেনশনের প্রযোজ্য বিধিনাবলি এবং এতদ্সংক্রান্ত আন্তজার্তিক উত্তম চর্চা অনুসরণক্রমে মহাঅঞ্চলে অনুসন্ধান ও আহরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে।

২০। **সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা**।— (১) সরকারের অনুমোদন ব্যতীত, সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা যাইবে না।

(২) কোনো রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্য পরিচালনা করিতে ইচ্ছা পোষণ করিলে, উক্ত গবেষণা প্রকল্পের কর্মকান্ড আরম্ভের সম্ভাব্য তারিখের ন্যূনতম ৬ (ছয়) মাস পূর্বে নিম্নরূপ বিষয়সমূহ প্রদর্শন করিয়া সরকারের নিকট লিখিত আবেদন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) প্রকল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য;

(খ) জাহাজের নাম, ধারণক্ষমতা, ধরন, শ্রেণি এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির বিবরণসহ ব্যবহৃতব্য পদ্ধতি ও ব্যবহার;

(গ) প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান;

(ঘ) গবেষণা জাহাজের প্রথম উপস্থিতি এবং স্থানত্যাগের সম্ভাব্য তারিখ অথবা যথাযথ যন্ত্রপাতি স্থাপন ও অপসারণ;

(ঙ) পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠানের নাম, পরিচালক এবং প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম; এবং

(চ) কোনো পর্যায়ে উক্ত গবেষণা প্রকল্পে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ অথবা প্রতিনিধিত্ব।

(৩) সামুদ্রিক পরিবেশদূষণ বিষয়ক বৈজ্ঞানিক তদন্ত সম্পাদন, উপযুক্ত স্থান নির্বাচন এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন বিষয়ক একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া অনুমোদনের জন্য Bangladesh Oceanographic Research Institute (BORI)-এর উহার নিকট পেশ করিতে হইবে।

(৪) বর্জ্য ডাম্পিং করিবার প্রয়োজন হইলে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র থাকিতে হইবে।

(৫) উপ-বিধি (২) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর সরকার সন্তুষ্ট হইলে গবেষণা প্রকল্পটি অনুমোদন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির ৪ (চার) মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তিকে প্রকল্প গ্রহণের অনুমোদন করা না হইলে বা প্রকল্পটির বিষয়ে অধিক তথ্য প্রয়োজন মর্মে আবেদনকারীকে অবহিত না করিলে, গবেষণা প্রকল্পটি অনুমোদন করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(৬) রাষ্ট্রীয় জলসীমা বেজলাইন হইতে সমুদ্রাভিমুখে গবেষণা কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদানের জন্য কোনো স্থাপনা অথবা যন্ত্রপাতি এমনভাবে স্থাপন করা যাইবে না যাহা প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৌচলাচল পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ স্থাপনা ও যন্ত্রপাতিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তির শনাক্তকরণ চিহ্ন এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পর্যাপ্ত সতর্কীকরণ সংকেত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(৭) কনভেনশনের বিধিবিধানের অধীনে কোনো রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি নিজে অথবা তাহাদের মনোনীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় জলসীমা বেজলাইন হইতে সমুদ্রাভিমুখে সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিলে উক্ত রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি দায়বদ্ধ থাকিবে।

(৮) সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনর ক্ষেত্রে নিম্নরূপ নীতিসমূহ প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ইহা কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে হইতে হইবে;

(খ) গবেষণায় যথাযথ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করিতে হইবে;

(গ) কোনোরূপ আইনসম্মত সমুদ্র ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাইবে না;

(ঘ) সামুদ্রিক পরিবেশ রক্ষা ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে হইতে হইবে;

(ঙ) কনভেনশনের বিধি-বিধানের আলোকে সমুদ্র সম্পদ ব্যবহার এবং সামুদ্রিক পরিবেশ সুরক্ষা; এবং

(চ) নূতনভাবে গড়ে উঠা ভাটার চর (low tide elevation)/দ্বীপ, প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রাকৃতিক ভূদৃশ্য, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সাইট, ম্যাংগ্রোভ, কোরাল দ্বীপ, প্রস্তরখনি, সমুদ্রতট খনন ও বন-উজাড় রক্ষার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা।

(৯) বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিষয়ে অনুমোদনপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে গবেষণালব্ধ প্রতিবেদন সরকারের নিকট জমা প্রদান করিতে হইবে।

(১০) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ব্যবহার বিষয়ে বাংলাদেশের মেধাস্বত্ব অধিকার নিশ্চিত করিতে হইবে।

(১১) এই বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,—

(ক) সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে হাইড্রোগ্রাফি অথবা তৈল জরিপ, সমুদ্রের পরিবেশগত অবস্থা নির্ণয় (ocean state estimation), আবহাওয়ার পূর্বাভাস, জলবায়ুর আগামবার্তা, প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণ এবং সমুদ্রগর্ভস্থ সাংস্কৃতিক নিদর্শন বিষয়ক কর্মকাণ্ড ব্যতিরেকে ভৌত সমুদ্রবিজ্ঞান (physical oceanography), সামুদ্রিক

রসায়ন (marine chemistry), সামুদ্রিক জীববিদ্যা (marine biology), বৈজ্ঞানিক সমুদ্রখনন (scientific ocean drillings) এবং ভূ-তাত্ত্বিক ও ভূ-পদার্থ বিষয়ক গবেষণা (coring geological/ geophysical research) এবং সামুদ্রিক অঞ্চল, রাষ্ট্রীয় জলসীমা, একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহীসোপান, গভীর সমুদ্র এবং মহা অঞ্চলে বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যে সম্পাদিত অন্যান্য যে-কোনো কর্মকাণ্ড সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রদর্শন করিতে হইবে;

(খ) সমুদ্রে পানির গভীরতা, সমুদ্রতলের রূপরেখা ও প্রকৃতি, স্রোতধারার গতিপথ ও বেগ, জোয়ারভাটার উঠা-নামা, জোয়ার ভাটার সময় এবং পানির গভীরতা এবং নৌচলাচলে ঝুঁকি নির্ণয়সহ নৌচলাচল চার্ট তৈরি এবং নৌচলাচল নিরাপত্তার জন্য সম্পাদিত কর্মকাণ্ড হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের প্রদর্শন করিতে হইবে; এবং

(গ) সামরিক উদ্দেশ্যে একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল, গভীর সমুদ্র এবং মহীসোপানে সামুদ্রিক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য সম্পাদিত কর্মকাণ্ড সামরিক জরিপের প্রদর্শন করিতে হইবে।

২১। **সামুদ্রিক অঞ্চলে সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার অনুমোদন স্থগিত।**— নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে সামুদ্রিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রকল্পের অনুমোদন স্থগিত অথবা সাময়িক মুলতবি করা যাইবে, যথা:—

(ক) প্রাণিজ অথবা অপ্রাণিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও আহরণে গবেষণা প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা থাকিলে;

(খ) গবেষণা প্রকল্পটি কনভেনশনের বিধিবিধান প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে;

(গ) কনভেনশন অনুযায়ী বাংলাদেশকে প্রাথমিকভাবে সরবরাহকৃত তথ্যাদি অনুযায়ী গবেষণা কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হইতেছে না বলিয়া প্রতীয়মান হইলে;

(ঘ) চলমান গবেষণা যৌক্তিক সময়সীমার মধ্যে সম্পাদিত না হইলে;

(ঙ) কোনো শর্ত লঙ্ঘন গবেষণা পরিচালনায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করিলে;

(চ) গবেষণা প্রকল্পটি পরিবেশের ক্ষতির কারণ হইলে;

(ছ) গবেষণা প্রকল্প পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র অথবা ব্যক্তি কৃত্রিম দ্বীপ, স্থাপনা অথবা অবকাঠামো নির্মাণ, পরিচালনা ও ব্যবহার করিলে; বা

(জ) প্রকল্পটির পৃষ্ঠপোষক যদি প্রকল্প বিষয়ে অথবা প্রকল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যসম্পর্কিত যথাযথ তথ্য প্রদান না করিয়া থাকিলে অথবা পূর্বের কোনো প্রকল্পের ক্ষেত্রে অঙ্গীকারকৃত তথ্য প্রদানের দায়বদ্ধতা রহিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হইলে।

২২। **অধিক্ষেত্র বহির্ভূত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।**— জাতীয় অধিক্ষেত্র বহির্ভূত অঞ্চলের জীববৈচিত্র্য বিশেষত সামুদ্রিক কৌলসম্পদ (Marine Genetic Resources) সংরক্ষণ ও উহার টেকসই ব্যবহার, উহাতে প্রবেশাধিকার ও উপযোগিতা বিনিময় (benefit-sharing), গভীর সমুদ্রে জীববৈচিত্রের ক্ষয় প্রতিরোধ, সমুদ্র রক্ষা, ন্যায়পরতা ও স্বচ্ছতার উন্নয়ন (propmote equity and fairness), মেরিন অথবা সমুদ্র সংরক্ষিত এলাকাসহ মহা অঞ্চল ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কৌশল অথবা উপায়, পরিবেশের অবক্ষয় রোধ, পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব মূল্যায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা, কৌশলগত পরিবেশ মূল্যায়ন, সক্ষমতা বিনির্মাণ ও প্রযুক্তি হস্তান্তর বিষয়ে কনভেনশন অথবা চুক্তির অধীন সরকার কর্মসূচি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৩। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।— সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিতে পারিবে এবং বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,